বাংলাদেশ দূতাবাস
তেহরান, ইরান

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

০৮ আগস্ট ২০২৩, তেহরান, ইরান

বাংলাদেশ দূতাবাস, তেহরানে যথাযোগ্য মর্যাদা ও উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে বীর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন শহিদ শেখ কামালের ৭৪তম জন্মবার্ষিকী ও বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিবের ৯৩তম জন্মবার্ষিকী পালন

আজ বাংলাদেশ দূতাবাস, তেহরানে যথাযোগ্য মর্যাদা ও উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে বীর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন শহিদ শেখ কামালের ৭৪তম জন্মবার্ষিকী (৫ আগস্ট) এবং বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের ৯৩তম জন্মবার্ষিকী (৮ আগস্ট) পালন করা হয়।

অনুষ্ঠানের শুরুতে রাষ্ট্রদূত মনজুরুল করিম খান চৌধুরী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে তাঁর অমর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

০৫ আগস্ট (শনিবার) বাংলাদেশ দূতাবাস, তেহরান বন্ধ থাকায় আজ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জ্যেষ্ঠ পুত্র ও বীর মুক্তিযোদ্ধা শহিদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের ৭৪তম জন্মবার্ষিকী পালন করা হয়। কোরআন থেকে তেলওয়াতের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে দূতাবাসের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠান শুরু হয়। অনুষ্ঠানের এ পর্যায়ে দিবসটি পালন উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত বাণী পাঠ করা হয়। এরপর রাষ্ট্রদূত মনজুরুল করিম খান চৌধুরীসহ বক্তাগণ বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধসহ বাংলাদেশের ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের অসামান্য অবদান এবং তাঁর অনুকরণীয় চারিত্রিক মাধুর্যের ওপর আলোকপাত করেন। বক্তারা তাঁর আদর্শ, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, দেশপ্রেম ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের কথা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন। রাষ্ট্রদূত শহীদ শেখ কামালের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, তিনি ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব, সময়ের চেয়ে অগ্রগামী এর বিরল প্রতিভা। তিনি ছিলেন একাধারে মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক, ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব ও সংস্কৃতিমনা। রাষ্ট্রদূত শহিদ কামালের সংক্ষিপ্ত জীবনে দেশের অগ্রযাত্রায় অবদানের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

এরপর যথাযোগ্য মর্যাদায় বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিবের ৯৩তম জন্মবার্ষিকী পালন করা হয়। এ উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত বাণী পাঠ করা হয়। অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রদূতসহ বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিবের আত্মত্যাগ, জীবন-দর্শন, জাতির পিতার স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ গঠনে এবং যুদ্ধপরবর্তী সময়ে রাষ্ট্র পরিচালনায় জাতির পিতাকে দেয়া সার্বক্ষণিক সহযোগীতা ও অনুপ্রেরণার কথা তুলে ধরেন। রাষ্ট্রদূত বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, তিনি বঙ্গবন্ধুকে সবসময় অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন, বঙ্গবন্ধুর কারাগারে থাকাকালীণ অবস্থায় রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দকে সহায়তা করেছেন, যুদ্ধ পরবর্তী বাংলাদেশ গঠনে সবসময় তিনি মহান নেতার পাশে থেকেছেন, তাঁকে মানসিকভাবে শক্তি জুগিয়েছেন। বঙ্গবন্ধুর জাতির পিতা হয়ে ওঠার পেছনে বঙ্গমাতার ভূমিকা অপরিসীম। বাংলাদেশের স্বাধীনতা এবং বাংলাদেশ গঠনে বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছার অবদান অনস্বীকার্য এবং তিনি আমাদের মন ও মননে চিরভাস্বর হয়ে থাকবেন সবসময়।

অনুষ্ঠানে জাতির পিতা, বঙ্গমাতা, শহিদ শেখ কামালসহ জাতির পিতার পরিবারের অন্যান্য সকল শহিদ সদস্যের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে এবং ইরানস্থ সকল বাংলাদেশী প্রবাসীদের নিরাপদ জীবন ও দেশের অব্যাহত শান্তি-সমৃদ্ধি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

সংযুক্তি: অনুষ্ঠানের ছবি।

০৮/০৮/২০২৩

(মোল্লা আহমদ কুতুবুদ্দীন)
প্রথম সচিব ও দূতালয় প্রধান